পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ আইন, ২০২১ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু দেশের পরিশোধ, নিকাশ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সংহতকরণ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধান থাকা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন**-(১) এই আইন 'পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ আইন, ২০২১' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে পরিচালিত যে-কোনো পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা .....তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **'আইনস্বীকৃত মুদ্রা (Legal Tender)'** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগুজে নোট এবং ধাতব মুদ্রা যাহা পণ্য ও সেবার মূল্য এবং ঋণ পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য;

(২) **'আউটসোর্সিং (Outsourcing)'** বলিতে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর কোন কার্যক্রম বা কার্যক্রমের অংশবিশেষ অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পাদন করাকে বুঝাইবে;

(৩) **'ই-ওয়ালেট (e-Wallet)'** অর্থ এমন এক আধার যেখানে ইলেকট্রনিক মুদ্রা সংরক্ষিত থাকে;

(৪) **'ইন্টারনেট ব্যাংকিং (Internet Banking)'** অর্থ এমন এক প্রক্রিয়ার ব্যাংকিং কার্যক্রম যেখানে আর্থিক লেনদেন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংঘটিত হয়;

(৫) **'ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তর (Electronic Fund Transfer-EFT)'** অর্থ তহবিল স্থানান্তর যাহা পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীকে উহাদের সহিত রক্ষিত হিসাব হইতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ আকলন (Credit) বা বিকলন (Debit) করিবার আদেশ বা ক্ষমতা প্রদান দ্বারা উদ্ভূত হয়;

(৬) **'ইলেকট্রনিক মুদ্রা (Electronic Money)'** অর্থ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আর্থিক মূল্য, যাহা লেনদেনের বা আমানতের উদ্দেশ্যে আইনস্বীকৃত মুদ্রার বিপরীতে বা

পরিবর্তে ইস্যু করা হয় এবং যাহা ইস্যুকারীসহ যে-কোনো ব্যক্তি পরিশোধ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে;

(৭) **'এজেন্ট বা প্রতিনিধি (Agent)'** অর্থ এই আইনের আওতায় গ্রাহককে পরিশোধ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিশোধ সেবা প্রদানকারী কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি;

(৮) **'কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা'** অর্থ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সর্বজনীন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আইনস্বীকৃত মুদ্রার বিকল্প হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত ইলেকট্রনিক মুদ্রা;

(৯) **'কেন্দ্রীয় সরকারি সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি (Central Government Securities Depository)'** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি সিকিউরিটিজের কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার, যাহাতে অন্যান্যের মধ্যে, সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যু, প্রত্যাহার এবং ইহার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সংরক্ষিত থাকে;

(১০) **'ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)'** অর্থ এমন কোনো কার্ড যাহা যাচাইকরণ ও প্রমাণীকরণের পর উহার ধারককে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিশোধের শর্তে পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ ও নগদ উত্তোলন করিবার অধিকার প্রদান করে;

(১১) **'কোম্পানি'** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় গঠিত সত্তা, যাহা উক্ত আইন-অনুযায়ী অবসায়িত হইতে পারে;

(১২) **'গ্রাহক (Customer)'** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) যাহার সহিত কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর সহিত ব্যাবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে;

(খ) যাহার জন্য কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী লেনদেন করিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা লেনদেন করিতে আগ্রহী; এবং

(গ) যিনি ব্যাংক হিসাব, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ই-ওয়ালেট বা অন্য কোনো অনুমোদিত মাধ্যম ব্যবহার করিয়া লেনদেন পরিচালনা করিতে আগ্রহী।

(১৩) **'চেক (Cheque)'** অর্থ The Negotiable Instrument Act, 1881 (Act NO. 26 of 1881) -এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী চেক;

(১৪) **'চেকের ইলেকট্রনিক উপস্থাপন (Electronic Presentation of Cheque)'** অর্থ নিকাশ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপস্থাপনকারী ব্যাংক কর্তৃক চেকের প্রতিচ্ছবি ও পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিশোধকারীর ব্যাংকের নিকট প্রেরণ;

(১৫) **'ট্রাংকেটেড চেক (Truncated Cheque)'** অর্থ কোনো চেকের প্রতিচ্ছবি এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, যাহা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়;

(১৬) **'ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট (Trust cum Settlement Account)'** অর্থ এমন এক ধরনের সংরক্ষিত হিসাব, যেখানে পরিশোধ সেবাদানকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত ইলেকট্রনিক মুদ্রার বিপরীতে গ্রাহকের অর্থ জমা রাখা হয়; অথবা পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা উক্ত হিসাব পরিচালনার জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহীতার অর্থ জমা রাখা হয় এবং এই হিসাবে জমাকৃত অর্থ অনুমোদিত খাত ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না;

(১৭) **'ডেবিট কার্ড (Debit Card)'** অর্থ এমন কোনো কার্ড যাহা যাচাইকরণ ও প্রমাণীকরণের পর সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব হইতে নগদ অর্থ উত্তোলন, দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত হয়;

(১৮) **'তারল্য সুবিধা (Liquidity Facility)'** অর্থ এমন এক সাময়িক ঋণ সুবিধা, যাহা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীগণ সহায়ক জামানতের বিপরীতে গ্রহণপূর্বক তাৎক্ষণিক দায়দেনা নিষ্পত্তি করে;

(১৯) **'নগদ অর্থ বা অর্থ (Cash)'** বলিতে আইন স্বীকৃত মুদ্রা বুঝাইবে;

(২০) **'নিকাশ (Clearing)'** অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে বা পরিশোধ ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে বা পরিশোধ সেবাদানকারীগণের মধ্যে পরিশোধ-নির্দেশ বিনিময়করণ, বাছাইকরণ ও নেটকরণ;

(২১) **'নিকাশ ঘর (Clearing House)'** অর্থ এমন কোনো সত্তা, যেখানে নিকাশ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালিত হয়;

(২২) **'নির্ভরশীলতাজনিত ঝুঁকি (Systemic Risk)'** অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থায় কোনো অংশগ্রহণকারীর দায় পরিশোধের অক্ষমতা, যাহা পরিশোধ ব্যবস্থার অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের দায় পরিশোধের অক্ষমতা বা আর্থিক ক্ষতির কারণ হইতে পারে;

(২৩) **'নিশ্চিতকরণ (Authentication)'** অর্থ এমন এক প্রক্রিয়া, যাহার মাধ্যমে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী উহার গ্রাহকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়;

(২৪) **'নিষ্পত্তি (Settlement)'** অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীগণের বা গ্রাহকগণের মধ্যে বুক এন্ট্রি পদ্ধতিতে অর্থ বা সরকারি সিকিউরিটিজের দেনাপাওনার সমাপ্তি;

(২৫) **'নিষ্পত্তি প্রতিনিধি (Settlement Agent)'** অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থার এমন এক অংশগ্রহণকারী, যে অপর অংশগ্রহণকারীর পক্ষে দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করে;

(২৬) **'নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Settlement System)'** অর্থ গ্রাহকগণের বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে অর্থ বা সরকারি সিকিউরিটিজ-সংক্রান্ত দেনাপাওনা সমাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বা মনোনীত ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবস্থা;

(২৭) **'নেটকরণ (Netting)'** অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীগণের পরস্পরের মধ্যে নেট দেনাপাওনা নিরূপণ;

(২৮) **'পরিশোধ (Payment)'** অর্থ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে আর্থিক মূল্য হস্তান্তরের নিমিত্ত গ্রহণযোগ্য তৃতীয় কোনো পক্ষের উপর দাবি স্থানান্তর, যাহা আইনস্বীকৃত মুদ্রা বা ইলেকট্রনিক মুদ্রা বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রার মাধ্যমে কার্যকর হয়;

(২৯) **'পরিশোধ দলিল (Payment Instrument)'** অর্থ স্বীকৃত কোনো কাগুজে বা ইলেকট্রনিক নির্দেশনা, যাহার মাধ্যমে গ্রাহক, পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীকে তহবিল হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করে;

(৩০) **'পরিশোধ নির্দেশ (Payment Instruction)'** অর্থ গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী-কে ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রদত্ত অর্থ স্থানান্তর নির্দেশ, যাহার মধ্যে, গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিতকরণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত;

(৩১) **'পরিশোধ ব্যবস্থা (Payment System)'** অর্থ দেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিশোধ, নিকাশ এবং নিষ্পত্তিকরণের প্রক্রিয়া, যাহাতে বাংলাদেশে কার্যরত স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত নহে;

(৩২) **'পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী (Payment System Participant)'** অর্থ যাহারা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশ লইয়া নিজেদের বা গ্রাহকের পক্ষ হইয়া অর্থ ও সরকারি সিকিউরিটিজ বিনিময়, নিকাশ ও নিষ্পত্তি করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পরিচালনা করে;

(৩৩) **'পরিশোধ ব্যবস্থা তদারকি (Payment Systems Oversight)'** অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন এক কার্যব্যবস্থা, যাহা দ্বারা পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং পরিশোধ সেবার নিরাপত্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

(৩৪) **'পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী (Payment System Operator)'** অর্থ এই আইনের ৪(১)(খ) ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানী, যাহা সংশ্লিষ্ট পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করে বা অনুমোদিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে গ্রাহকদের পরিশোধ কার্যক্রমে সহায়তা করে;

(৩৫) **'পরিশোধ সেবা (Payment Service)'** অর্থ নগদ জমা ও উত্তোলন, অর্থ স্থানান্তর, পরিশোধ দলিল ইস্যু, ইলেকট্রনিক মুদ্রা ইস্যু এবং অর্থ স্থানান্তর-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক সেবা;

(৩৬) **'পরিশোধ সেবাদানকারী (Payment Service Provider)'** অর্থ এই আইনের ৪(১)(খ) ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানী, যাহা গ্রাহকদের ইলেকট্রনিক মুদ্রাসংক্রান্ত সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং এতদুদ্দেশ্যে গ্রাহকের হিসাবের সমন্বিত স্থিতি ট্রাস্ট কাম-সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টে সংরক্ষণ করে;

(৩৭) **'বাংলাদেশ ব্যাংক'** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1971 (P.O. NO. 127 of 1972)-এর অধীনে স্থাপিত Bangladesh Bank;

(৩৮) **'বিধি (Rules)'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৩৯) **'বুক এন্ট্রি পদ্ধতি (Book Entry System)'** অর্থ এমন এক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে কেবল বহিতে হিসাবায়নের দ্বারা সম্পদের হস্তান্তর সম্পন্ন করা হয়;

(৪০) **'ব্যক্তি (Person)'** অর্থ কোনো স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি বা আইনগত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৪১) **'ব্যাংক' অথবা 'ব্যাংক-কোম্পানি' (Bank or Bank Company)** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩১-এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যাবসা পরিচালনাকারী কোনো কোম্পানি;

(৪২) **'সরকারি সিকিউরিটিজ (Government Securities)'** অর্থ সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে ইস্যুকৃত বন্ড, বিল বা সিকিউরিটিজ;

(৪৩) **'সরকারি সিকিউরিটিজ সেটেলমেন্ট সিস্টেম (Government Securities Settlement System)'** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সত্তা, যাহা সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক বুক এন্ট্রি পদ্ধতিতে সরকারি সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের তথ্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণ করে;

(৪৪) **'সহজামানত (Collateral)'** অর্থ এমন এক সম্পদ, যাহা ঋণ প্রদানের বিপরীতে বন্ধক রাখা হয়;

(৪৫) **'সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টি (Central Counter Party)'** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো সত্তা যাহা কোনো পরিশোধ ব্যবস্থায় প্রতিটি বিক্রেতার বিপরীতে একক ক্রেতা এবং প্রতিটি ক্রেতার বিপরীতে একক বিক্রেতার ভূমিকা পালন করে;

(৪৬) **'হস্তান্তর নির্দেশ (Transfer Instruction)'** অর্থ কোনো গ্রাহক কর্তৃক উহার পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর নিকট প্রেরিত অর্থ স্থানান্তর নির্দেশ, যাহাতে অন্যান্যের মধ্যে, গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া যায়।

৩। **অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য**—অন্যান্য আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, ধারা ১(২)-এর অধীনে পরিচালিত পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিশোধ ব্যবস্থার গঠন ,পরিচালনা ইত্যাদি

৪। **অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রদান**—(১)(ক) ব্যাংক-কোম্পানীসমূহ পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ, পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনা বা ইলেকট্রনিক মুদ্রায় পরিশোধ সেবা প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করিবে;

(খ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনা বা পরিশোধ সেবা প্রদান করিতে ইচ্ছুক কোনো কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদনপূর্বক এতৎসংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবে।

(গ) পরিশোধ সেবা-সংক্রান্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ব্যাবহারিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধিবিধানের আলোকে এই ধরনের উদ্যোগকে নির্ধারিত সময়ের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে এবং কোনো উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পরীক্ষামূলকভাবে সফল বলিয়া বিবেচিত হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এই আইনের ৪(১)(খ) ধারার আওতায় লাইসেন্স গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) (ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার অধীনে ইস্যুকৃত কোনো লাইসেন্সের যে-কোনো শর্ত পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(খ) পরিশোধ ব্যবস্থা বা পরিশোধ সেবার জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ রোধকল্পে তথা জনস্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ৪(১)(খ) এর আওতায় প্রদত্ত লাইসেন্স স্থগিত বা প্রত্যাহার করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(৩) কোন কোম্পানী এই আইনের ৪(১)(খ) ধারা-অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত বাংলাদেশে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনা বা পরিশোধ সেবা প্রদান করিতে পারিবে না;

৫। **পরিশোধ ব্যবস্থা** - বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে অনুমোদন বা প্রাপ্ত লাইসেন্স এর শর্তাবলি অনুসরণ করিয়া—

(ক) পরিশোধ সেবাদানকারী পরিশোধ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, অন্যান্যের মধ্যে, গ্রাহকের হিসাব খোলা, ইলেকট্রনিক মুদ্রা ইস্যুকরণ, ইলেকট্রনিক মুদ্রায় লেনদেন সম্পাদন ও ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(খ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, অন্যান্যের মধ্যে, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে লেনদেন নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনাসহ অনুমোদিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে গ্রাহকগণের পরিশোধ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করিবে;

(গ) পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী, অন্যান্যের মধ্যে, নিজের বা গ্রাহকের পক্ষে পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(ঘ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেবা গ্রহীতার অর্থ ধারণ করিলে, উক্ত অর্থের ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে।

তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক, আবশ্যকীয় মনে করিলে, পরিশোধ সেবাদানকারী, পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীর কার্যপরিধিতে নূতন কার্যক্রম সংযোজন কিংবা উহাদের যে-কোনো কার্যক্রম বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

৬। **পরিশোধ ব্যবস্থার মূলধন, মালিকানা ও পরিচালনা**—(ক) পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক-কোম্পানী উহাদের মূলধন মালিকানা ও পরিচালনার বিষয়ে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করিবে;

(খ) এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে, হারে ও পন্থায় মূলধন সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিযুক্তির পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর পরিচালনা পর্ষদে কোনো ঋণখেলাপি ব্যক্তি পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না; এবং

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর পরিচালনা পর্ষদে নিয়োজিত কোনো উদ্যোক্তা পরিচালকের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

৭। **পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার**— ধারা ৮(ক) এর আওতায় পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলি নৈর্ব্যক্তিক, বৈষম্যহীন ও সংগতিপূর্ণ হইবে, যাহা গ্রাহকের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

৮। **পরিশোধ ব্যবস্থায় সেবাদানের নিয়মাবলি**—(ক) প্রত্যেক পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের অনুশাসন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়মাবলি প্রণয়ন করিবে, যাহাতে ন্যূনপক্ষে তারল্য, নিষ্পত্তি ও কারিগরি ঝুঁকি

ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, নিরবচ্ছিন্ন পরিচালন ও আপৎকালীন ব্যবস্থা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি ও গ্রাহক অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, তবে এইরূপ নিয়মাবলির যতটুকু এই আইনের কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের এতৎসংক্রান্ত বিধি, প্রবিধান, নির্দেশনা বা আদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিবে উক্ত নিয়মাবলির ততটুকু অবৈধ ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) বাংলাদেশের ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী উহাদের পরিশোধ ব্যবস্থায় এমন কোনো পরিবর্তন আনিবে না, যাহা পরিশোধ ব্যবস্থার বা পরিশোধ সেবার কাঠামো বা পরিচালনকে প্রভাবিত করে এবং এইরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণের পর উহারা গ্রাহককে অনুরূপ পরিবর্তনের বিষয়ে অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান করিবে;

(গ) ধারা ৮(খ) এ বর্ণিত পরিশোধ ব্যবস্থায় গ্রাহককে নোটিশ প্রদানের বিধান-এর ব্যত্যয় ঘটাইয়া বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে উহাদের পরিশোধ কার্যক্রমে পরিবর্তন আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) ধারা ৮ এ বর্ণিত যে-কোনো বিধানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে; এইরূপ নির্দেশনা এবং অন্য কোনো বিধি, নির্দেশনা, আদেশ বা চুক্তির মধ্যে অস্পষ্টতা বা সংঘর্ষ দেখা দিলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা প্রাধান্য পাইবে।

৯। **আউটসোর্সিং (Outsourcing)**-পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আওতায় কোনো তৃতীয় পক্ষ হইতে আউটসোর্সিং সেবা গ্রহণ করিতে পারিবে—

(১) আউটসোর্সিংয়ের কারণে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষুণ্ন করা যাইবে না এবং উহাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা সীমিত করা যাইবে না।

(২) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী কর্তৃক কোনো কার্যক্রম আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে—

(ক) ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তৃতীয় পক্ষের নিকট অর্পণ করিবে না;

(খ) পরিশোধ দলিল ব্যবহারকারীর এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুকারীর সম্পর্ক ও দায়ের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটিবে না; এবং

(গ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর লাইসেন্সের অবশ্যপালনীয় শর্তের রদ করিবে না।

১০। **এজেন্ট নিয়োগ ও ব্যবহার**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনসাপেক্ষে কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট পরিশোধ সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) তবে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী এজেন্ট নিয়োগপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবে।

(৩) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী নিশ্চিত করিবে যে, সংশ্লিষ্ট এজেন্ট তাহার পক্ষে কার্য করিতেছে মর্মে গ্রাহকদের অবহিত করা হইয়াছে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিশোধ সেবার পক্ষে ক্ষতিকর কার্যক্রমে লিপ্ত হইবার কারণে তথা জনস্বার্থে এজেন্টের কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১। **দায়বদ্ধতা**-পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী উহাদের কর্মচারী, এজেন্ট, শাখা বা আউটসোর্সিংয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ তৃতীয় পক্ষের এতৎসংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকিবে।

১২। **নথিপত্র সংরক্ষণ**-পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী লেনদেন-সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী ১২ (বারো) বৎসর সংরক্ষণ করিবে।

১৩। **তথ্য প্রাধিকার-**পরিশোধ ব্যবস্থা-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রদান করা যাইবে না—

(১) পরিশোধ ব্যবস্থার আর্থিক শুদ্ধতা, স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা বা নিরাপত্তা যাচাই ও নিশ্চিতকরণ।

(২) আইন-অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি।

(৩) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ।

(৪) আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের দায়-দায়িত্ব পালন।

(৫) এই আইনের অধীনে কোনো নির্দেশনা পরিপালন।

১৪। **ফি ও চার্জ**—(১) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী পরিশোধ কার্যক্রমের জন্য মাশুল বা ফি আরোপ করিতে পারিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এইরূপ মাশুল ও ফি-এর সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ধারা ১৪(১)-এর বিধান-অনুযায়ী পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী উহার গ্রাহককে সেবা প্রদানের জন্য আরোপিত ফি বা মাশুল সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করিবে এবং ফি বা মাশুলসংক্রান্ত তথ্যাদি পরিশোধ সেবা প্রদানের স্থানে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের ধারা ১৬(১)-এর অধীন পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর উপর মাশুল বা ফি আরোপ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১৫। **সাধারণ ক্ষমতা**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে কার্যরত সকল পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর কার্যক্রম পরিচালনায় অনুমতি প্রদান, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(২) পরিশোধ কার্যক্রমের উন্নয়ন, নির্ভরশীলতাজনিত ঝুঁকিসহ সম্ভাব্য অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে—

(ক) পরিশোধ কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান; এবং

(গ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর কার্যক্রমের মানদণ্ড, পদ্ধতি, বিধানাবলি প্রভৃতি নির্ধারণপূর্বক উহাদের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিশোধ সেবা-সংক্রান্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ব্যাবহারিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য নীতিগত সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনা ও পরিশোধ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে উহাদের সহিত সম্পর্কিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে, পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নয়নে বা পরিশোধ সেবার জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ রোধকল্পে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী, পরিশোধ সেবাদানকারী, উহাদের নিযুক্ত এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে যে-কোনো বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। **বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালন ভূমিকা**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারীকে পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ধারা ১৬(১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে—

(ক) পরিশোধ, নিকাশ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সংস্থাপন, পরিচালন, অংশগ্রহণ ও নিজে বা পৃথক সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে মালিকানা ধারণ;

(খ) লেনদেনের নিকাশ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারীর হিসাব ধারণ;

(গ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারীর হিসাবে অর্থ ও সরকারি সিকিউরিটিজ সংরক্ষণ;

(ঘ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারীদের পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনার্থে তারল্য সুবিধা প্রদান;

(ঙ) সরকারি সিকিউরিটিজ-এর ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি ও সরকারি সিকিউরিটিজ সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা পরিচালনা।

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাংক বা জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল মুদ্রার প্রবর্তন এবং উহার পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭। পরিদর্শন, নিরীক্ষা, তদারকি ও তদন্ত কার্যক্রম-(১) বাংলাদেশ ব্যাংক উহার কর্মকর্তা দ্বারা পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ সেবাদানকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও উহাদের নিযুক্ত এজেন্ট-এর যে-কোনো কার্যালয় পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিবে।

(২) অনুরূপ পরিদর্শন কার্যক্রম চলাকালে ১৭(১) ধারায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত যে-কোনো তথ্য প্রদান করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে ও পদ্ধতিতে হিসাববহি, কার্যবিবরণী, হিসাব, দলিল, রসিদ প্রভৃতি নিয়োজিত পরিদর্শকের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৩) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর হিসাব, বহি, দলিলাদি ও নথিপত্র নিরীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (Order No. 02 of 1973) বা অন্য কোনো আইন-অনুসারে কোম্পানির অডিটর হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উহারা এইরূপে নিযুক্ত নিরীক্ষককে বর্ণিত নিরীক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীর কর্মকাণ্ড তদারকি বা তদন্তের প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশোধ কমিটি

১৮। পরিশোধ কমিটি—(১) পরিশোধ ব্যবস্থার তদারকির নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর-এর সভাপতিত্বে একটি পরিশোধ কমিটি, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, গঠিত হইবে।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত কমিটির গঠন, কর্মপদ্ধতি ও কর্মপরিধির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(৩) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিশোধ কমিটির কর্মপরিধিতে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নরূপ কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখিয়া পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমন্বয় এবং পরিশোধ কার্যক্রমে নূতনত্ব আনয়ন, পরিশোধ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস ও নিরাপত্তা বিধান-সংক্রান্ত দিক্‌নির্দেশনা;

(খ) পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নয়নসংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত সমন্বয় রাখিয়া পরিশোধ ব্যবস্থায় কৌশলগত পরিবর্তন ও পরিচালনে সুপারিশ প্রদান।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশোধ ও নিষ্পত্তি

১৯। **পরিশোধ নির্দেশ অনুমোদন ও প্রত্যাহার**—(১) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি পরিশোধ নির্দেশ অনুমোদিত পরিশোধ নির্দেশ বলিয়া গণ্য হইবে যদি—

(ক) গ্রাহক পরিশোধ নির্দেশটি কার্যকর করিবার জন্য সম্মত হয়; বা

(খ) গ্রাহক কোনো ধারাবাহিক লেনদেন কার্যকর করিবার জন্য সম্মত হয়, যাহা উক্ত লেনদেনের একটি অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

(২) ধারা ১৯(১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্রাহকের সহিত পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক একটি নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পরিশোধ নির্দেশটি কার্যকর হইবে।

(৩) লেনদেনটি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যে-কোনো সময় গ্রাহক পরিশোধ নির্দেশের বিপরীতে প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পরিবে।

২০। **অননুমোদিত পরিশোধ নির্দেশ কার্যকর হইবার প্রতিকার**—অননুমোদিত, ভুলভাবে কিংবা অসদুপায়ে প্রদত্ত কোনো পরিশোধ নির্দেশ কার্যকর হইলে সংশ্লিষ্ট পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধানের আলোকে এইরূপে পরিশোধিত আর্থিক ক্ষতির প্রতিকার করিবে।

২১। **নিষ্পত্তি কার্যক্রম**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক বা উহার কর্তৃক মনোনীত ব্যাংক-কোম্পানি নির্ধারিত বিধিবিধানের আলোকে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীকে নিষ্পত্তি সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে নিষ্পত্তি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত নির্ধারিত শর্তে, অন্যান্যের মধ্যে, নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনার্থে চলতি হিসাব খুলিয়া উহাতে পর্যাপ্ত স্থিতি সংরক্ষণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) পরস্পরের মধ্যে নিকাশ কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত দায় নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অন্য কোনো হিসাবধারীকে উহাদের নিষ্পত্তি প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ২১(২)(খ)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী উহাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক নিষ্পত্তি কার্যক্রম আরম্ভের পূর্বে উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি বাংলাদেশ ব্যাংক বা মনোনীত ব্যাংক-কোম্পানির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী উহাদের নিষ্পত্তি প্রতিনিধির নিয়োগ বাতিল করিতে চাহিলে উক্ত নিয়োগ বাতিলের প্রস্তাবিত তারিখের ন্যূনতম ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক আবশ্যকীয় মনে করিলে, নিষ্পত্তি সেবা গ্রহণের নিমিত্তে পরিশোধ কার্যক্রম-সংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠানকে হিসাব খুলিবার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

২২। **লেনদেন নিষ্পত্তিকরণ**—(১) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারী এই আইনের প্রযোজ্য বিধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধান বা আদেশ- অনুসারে উহাদের লেনদেন নিষ্পত্তি করিবে।

(২) ধারা ২২(১) অনুযায়ী কোনো লেনদেন নিষ্পত্তির পর বা নিস্পত্তির জন্য অনুমোদনের পর পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারীর অসমর্থতা, দেউলিয়াত্ব, অবসায়নের কারণে কিংবা লেনদেনটি স্থগিত করিবার নিমিত্তে প্রশাসনিক বা আদালতের আদেশ বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক না কেন, নিষ্পত্তিকৃত বা নিস্পত্তির জন্য অনুমোদিত লেনদেনটি বাতিল করা যাইবে না।

২৩। **পরিশোধের সহ-জামানত এবং দায় নিষ্পত্তি**—পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী, পরিশোধ সেবাদানকারী বা সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত তারল্য সুবিধার বিপরীতে রক্ষিত সহ-জামানত হইতে উহাদের অসমর্থতা বা দেউলিয়াত্বজনিত দায়দেনা পরিশোধ করা যাইবে না, যতক্ষণ না প্রদত্ত তারল্য সমন্বয় করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চেক, ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তর ও ইলেকট্রনিক মুদ্রা ইস্যুকরণ

২৪। (১) চেকসহ অন্যান্য কাগুজে পরিশোধ দলিলের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে The Negotiable Instrument Act, 1881 (Act NO. 26 of 1881)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে; তবে

(২) আন্তঃব্যাংক চেকসহ অন্যান্য কাগুজে পরিশোধ দলিল নিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এতৎসংক্রান্ত বিধিবিধান ও নির্দেশনা প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তর**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক নিজে বা প্রয়োজনে উহা কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক লেনদেন ব্যবস্থাসমূহ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) ধারা ২৫(১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন ও নির্দেশনা জারি করিবে, যাহাতে, অন্যান্যের মধ্যে, বিরোধ নিষ্পত্তি ও গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

২৬। **ইলেকট্রনিক মুদ্রা ইস্যুকরণ ও উহার ব্যবস্থাপনা**—ব্যাংক-কোম্পানিসহ বাংলাদেশ ব্যংক হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিশোধ সেবাদানকারীগণ ইলেকট্রনিক মুদ্রা ইস্যু করিবার ক্ষেত্রে এবং ইলেকট্রনিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এতৎসংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ করিবে, যাহাতে অন্যান্যের মধ্যে, গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়

অবসায়ন

২৭। **অবসায়ন**—(১) এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর কার্যক্রম উহার গ্রাহক কিংবা জনস্বার্থবিরোধী মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অবসায়নের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারীর বা পরিশোধ সেবাদানকারীর উহাদের গ্রাহকের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে, এই মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিতভাবে প্রত্যয়ন না করিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি স্বেচ্ছায় বা কোনো তৃতীয় পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবসায়িত হইবে না।

২৮। **পরিশোধ কার্যক্রমে বাধানিষেধ**—এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর বিরুদ্ধে অবসায়ন আদেশ বা প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হইলে উহা পরিশোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

২৯। **অবসায়নের ক্ষেত্রে লেনদেনের নিষ্পত্তি**—অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী অবসায়ন বা প্রশাসনিক আদেশপ্রাপ্ত বা দেউলিয়া ঘোষিত হইলে, ইতোমধ্যে উহাদের পরিশোধ ব্যবস্থায় আগত লেনদেনের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের ২২(২) ধারা প্রযোজ্য হইবে।

৩০। **অবসায়কের দায়িত্ব**—অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী অবসায়ন বা প্রশাসনিক আদেশপ্রাপ্ত বা দেউলিয়া ঘোষিত হইলে, উহার পরিশোধ কার্যক্রম-সংক্রান্ত সমুদয় দায়দেনা নিষ্পত্তির ভার অবসায়ক বা প্রশাসকের উপর বর্তাইবে।

৩১। **অবসায়নকালে গ্রাহকের অগ্রাধিকার**—অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী অবসায়নকালে দায়দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ অগ্রাধিকার পাইবে।

৩২। **আইনগত অধিকার সংরক্ষণ**—এই অধ্যায়ের বিধানাবলি কোনো ব্যক্তিকে তাহার আইনগত অধিকার প্রয়োগ করা হইতে বিরত রাখিবে না, যদি না তাহা পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

৩৩। **সাংঘর্ষিক আইন-সংক্রান্ত বিধানাবলি**—(১) বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি মালিকানাধীন কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার পরিশোধ কার্যক্রমের দায়দেনা বাংলাদেশে বলবৎকৃত আইন দ্বারা নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২) বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোনো পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী বা পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর অধিকার ও দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দেশের এতৎসংক্রান্ত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রশাসনিক জরিমানা, দন্ড ইত্যাদি

৩৪। **প্রশাসনিক জরিমানা ইত্যাদি** —(১) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের দায়ে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী, পরিশোধ সেবাদানকারী এবং উহাদের পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে—

(ক) আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ) টাকা জরিমানা;

(খ) আইন লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে তাহাদের পদ হইতে অপসারণের আদেশ প্রদান;

(গ) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারীর অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স বা সংশ্লিষ্ট অনুমতি স্থগিতকরণ বা প্রত্যাহার।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া পরিশোধ কার্যক্রম পরিচালনা করেন বা প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইবার পরও পরিশোধ কার্যক্রম অব্যহত রাখেন, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ-অনুসারে সর্বনিম্ন ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা হইতে সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ) টাকা জরিমানা প্রদান করিবেন।

যদি এই লঙ্ঘন অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘনের প্রথম তিন দিনের পর হইতে প্রতি দিনের জন্য অতিরিক্ত অন্যূন ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনূর্ধ্ব ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা হারে জরিমানা করা হইবে।

(৩) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারীর কোনো পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্যান্য কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা হইতে ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কোনো পরিদর্শক, নিরীক্ষক বা তদন্তকারীর কর্ম সম্পাদনে অসহযোগিতা বা বাধা প্রদান করেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট কোম্পানির হিসাব, বহি বা নথিপত্র বিনষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন, গোপন বা ভুলভাবে উপস্থাপন করেন; এবং

(গ) অসাধু উদ্দেশ্যে পরিশোধ কার্যক্রমসংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন কিংবা প্রয়োজনীয় বা যথাযথ তথ্য উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন।

(৪) কোনো ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিধিবিধান বা নির্দেশনা লঙ্ঘন করিলে বা উক্তরূপ লঙ্ঘনে সহায়তা করিলে তাহাকে অনূর্ধ্ব ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হইবে।

৩৫। **অপরাধ-** যদি কোনো ব্যক্তি-

১. এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া পরিশোধ কার্যক্রম পরিচালনা করেন বা প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইবার পরও পরিশোধ কার্যক্রম অব্যহত রাখেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ।

২. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধান বা নির্দেশনা লঙ্ঘন করিলে বা উক্তরূপ লঙ্ঘনে সহায়তা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ।

৩৬। **দণ্ড-** যদি কোনো ব্যক্তি-

১. ধারা ৩৫ এর উপধারা ১ এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিলে ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

২. ধারা ৩৫ এর উপধারা ২ এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিলে ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

৩৭। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা**— এ আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), আপোষযোগ্য (Compromising) এবং জামিন অযোগ্য (Non-Bailable)হইবে।

৩৮। **তদন্ত, বিচারের পদ্ধতি, ইত্যাদি-** এ আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। **শাস্তিমূলক কার্যধারা গ্রহণের পদ্ধতি**—(১) এই আইনের কোনো ধারা অথবা তাহার অধীন কোনো আদেশ বা নির্দেশ বা আরোপিত শর্ত বা প্রণীত কোনো বিধি লঙ্ঘন করিবার দায়ে আদালতের বিচার্য অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী, পরিশোধ সেবাদানকারী, উহাদের পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না বা উহাদের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করিবে না, সেই সম্পর্কে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে পারিবে এবং উহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলে বা উহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদান না করিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক উহাদের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী, পরিশোধ সেবাদানকারী, উহাদের পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে কিংবা জরিমানা আরোপ করা হইলে, শাস্তি বা জরিমানা আরোপের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নিকট গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা জরিমানা মওকুফের আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে উক্ত পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীনে আরোপিত জরিমানা এইরূপ আদেশ প্রদানের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী, পরিশোধ সেবাদানকারী, উহাদের পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্যান্য কর্মকর্তা উপধারা (৩)-এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনোরূপ নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে উহার কিংবা উহাদের ব্যাংক হিসাব হইতে উক্ত জরিমানা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৪০। **বিরোধ নিষ্পত্তি**—পরিশোধ, নিকাশ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী এবং পরিশোধ সেবাদানকারীর মধ্যে কোনো বিরোধের উৎপত্তি হইলে এবং উহারা উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করিতে পারিবে এবং এইরূপ মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ মানিতে বাধ্য থাকিবে।

৪১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের রক্ষণ**—এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের জন্য বা কার্যের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা উহার কোনো কর্মকর্তা অথবা কোনো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৪২। **উত্তরণকালীন বিধান**—এই আইন বলবৎ হইবার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা পরিশোধ সেবাদানকারী উহাদের (ক) প্রতিষ্ঠান; (খ) পরিচালন; এবং (গ) ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ করিবে।

৪৩। **বাস্তবায়ন ক্ষমতা**—এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আবশ্যকীয় মনে করিলে প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ বা নীতিমালা জারি করিতে পারিবে।

৪৪। **বিধি প্রণয়ন**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৫। **প্রবিধান প্রণয়ন**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিশোধ কার্যক্রমের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**-(১) Bangladesh Payment and Settlement Systems Regulations, 2014 এবং Regulations on Electronic Fund Transfer 2014 এর যে সকল ধারা এই আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নহে, সে সকল ধারা এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) ধারা ৪৫(১)-এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত উক্ত রেগুলেশনদ্বয়ের অধীনে কৃত সকল কিছু বা তাহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যেন উহা কৃত বা গৃহীত হইবার তারিখে এই আইন বলবৎ ছিল।

৪৭। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ**-(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) এই আইনের বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।